R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ৪০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
১১ই মার্চ, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০.০০ টাকা

নির্ব্বাচন যুদ্ধে বামফ্রণ্ট প্রচারে বেশ কিছুটা এগিয়ে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিটি কেন্দ্রেই নির্বাচনী প্রচারে বামফ্রণ্ট বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। প্রচারের প্রধান কাজ দেওয়াল লিখনের ক্ষেত্র বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেওয়ায় ও প্রার্থীপদ নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাড়ী বাড়ী প্রচারেও তাঁরা প্রায় একপ্রস্থ প্রচারাভিযান শেষ করতে পেরেছেন। সেদিক দিয়ে প্রধান বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। অবশ্য সেই ত্রুটি তাঁরা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন বলা চলে রাজীব গান্ধীকে জনসভায় হাজির করতে পেরে। তবুও স্থানীয় ভাবে তাঁদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধ সর্বত্রই ফুটে উঠেছে। যদিও জঙ্গিপুরে হাবিবুর রহমানের প্রার্থীপদ প্রাপ্তি নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। তবু ক্যাডারদের কথাবার্ত্তায় যেটুকু ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় শ্রীরহমানের আশেপাশের কর্মকর্ত্তাদের অনেককেই বর্ত্তমান তরুণ ক্যাডারদের পছন্দ নয়। তঁদের অভিযোগ, ঐ সব নেতারা কেউ এই কয়েক বছরে সংগঠনের জন্য কোন কাজ করেননি। কিন্তু এখন কর্তৃত্ব আঁকড়িয়ে ধরতে চায়ছেন। এইসব নেতাদের জন্যই নাকি তরুণ ক্যাডাররা কাজ করতে দোনো-মোনো করছেন। তার উপর বর্তমানে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন বিধায়ক আর, এস, পির আবদুল হক। তাঁর সুনাম আছে সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে। তদুপরি আর, এস, পি, সি, পি, এমের ঘরোয়া ঝগড়া-ঝাঁটি এবার মনে হচ্ছে তাঁরা মিটিয়ে ফেলতে পেরেছেন। কেন্দ্রের সর্বত্রই আর, এস, পি ও সি, পি, এমকে একজোটে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এস, ইউ, সির অচিন্ত্য সি হও পুরোদমে নেমে পড়েছেন আসরে। এস, ইউ, সি দল হিসাবে পরিশ্রমী এবং দলনীতিতে সুবিশ্বাসী। অবশ্য তাঁদের সংগঠন আগেরবারের তুলনায় বেশী হয়েছে একথা বলা যায় না। তাই সহজেই মনে হয় তাঁদের ভোট না কমলেও বাড়ার আশা কম। এসব সত্ত্বেও হাবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও সিটিং এম, এল, এ থাকার সুবিধা তাঁকে এবারও হয়তো জয়মাল্য পড়াবে। মহকুমায় বি, জে, পি বা মুসলীম লীগের প্রতি তেমন কোন সমর্থন দেখা যায় না। প্রত্যেকের মনে একই চিন্তা—হয় কংগ্রেস না হয় বামফ্রণ্ট দু'দলের মধ্যে এক দলকে বেছে নিতে হবে। ফরাক্কা সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাতে এচিত্র পরিষ্কার যে বর্ত্তমান বিধায়ক আবুল হাসনাতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। বিশেষ করে শ্রমিক প্রধান ব্যারেজ ও তাপবিদ্যুৎ অঞ্চলে সিটুর প্রভাব এখনও অন্য দলের তুলনায় বেশী। ফলে কংগ্রেসের মাইনুল হকের চেয়ে তিনি এ অঞ্চলে অনেক বেশী আকাঙ্খিত। অরঙ্গাবাদে কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্ব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এ অঞ্চলে টিবি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বিড়ি শ্রমিকদের পরিচিতি কার্ড ও আইন মাফিক ন্যায্যমজুরী দেবার দাবীর প্রতি কং-গ্রেসী সমর্থনের বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তার কোন ব্যবস্থা গৃহীত হতে না দেখে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে। সেই বিক্ষোভকে কাজে লাগাতে বামফ্রণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য নিমতিতা রেলষ্টেশনের পূর্ব ধার থেকে অরঙ্গাবাদ ও নিমতিতার সমগ্র অঞ্চলে প্রয়াত লুৎফল হকের দোর্দণ্ড প্রতাপকে খর্ব করতে না পারলে হুমায়ুন রেজাকে হারানো সহজ হবে না। যতটুকু জানা যায় এবার ভোয়াব আলি এ অঞ্চলে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পেরেছেন। তথাপি হাড্ড হাড্ডি লড়াই-এ হুমায়ুন রেজার দিকে পাল্লা এখনও অনেক ভারী। তবে নেতৃত্ব দখলের অন্ত-র্বিরোধ হুমায়ুন রেজার জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না একথাও বলা যায় না। সুতীর মানুষ জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এই প্রতিবেদকের মনে হয়েছে এতদঞ্চলের জনমনে এ বছরে শিস মহম্মদ ভাল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও কেও কেও ওঁঃ সম্বন্ধে ভ'ডুন নিয়ে দুনীতির কথাও তোলেন। অনেকে মন্তব্য করেন শিস মহম্মদের হাত থেকে আসনটি কাড়তে হলে কংগ্রেসের উচিৎ ছিল অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার। কেন না মোঃ সোহরাব লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজিত হওয়ার পরও বিধানসভার প্রার্থীপদের (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচনী সফরে রঘুনাথগঞ্জ ঘুরে গেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী সফরে রঘুনাথগঞ্জ ঘুরে গেলেন। ম্যাকেঞ্জী পার্কের মাঠ তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে জমজমাট হয়ে উঠে। গত ৫ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর কর্ম-সূচী আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যে ৬টায়। কিন্তু শ্রীগান্ধী যখন একখানা সাদা গাড়ীতে করে একে-বারে মঞ্চের কাছে এসে নামলেন তখন ঠিক রাত্রি ৮-৫৫। তাঁকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন সুতীর প্রার্থী মোঃ সোহরাব। রাজীব গান্ধী হিন্দীতে ভাষণ দিলেন, তার তাৎক্ষণিক বাংলা তর্জমা করলেন পঃ বঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন রাজীবজী—গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কী কাজ হয়েছে আপনারাই বলুন? বামফ্রণ্ট সরকার শুধু কেন্দ্রের উপর দোষা-রোপ করেই খালাস পেতে চেয়েছেন। শুধু ক্যাডারদের উন্নতি করা হয়েছে। জনগণের টাকা তাদের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন—তিনি নিজে কলকাতায় এসে গতবার (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

ভিজিলেন্সের তদন্ত—প্রাক্তন বি, ডি, ও অভিযুক্ত

ধুলিয়ান : নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ৪ ফেব্রুয়ারীর মেমো নং এস/৪৯০/৩৭৬৮৪/সি, এম, এস অনুযায়ী সামসেরগঞ্জের প্রাক্তন বি, ডি, ও কমল-কান্তি রায় (যিনি বর্ত্তমানে ভাতার ব্লকে রয়েছেন) এর কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্সের তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগে জড়িত রয়েছেন ওভারশিয়ার আলাউদ্দিন সেখ ও সভাপতি হবিবুর রহমান। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এঁরা নাকি কাঁকুড়িয়া হতে ধুলিয়ান পুরসভা পর্য্যন্ত রাস্তাকে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৩ সাল

আর, টি, এ-কে বাস-মালিককে

রামপুরহাট চাঁচোল রুটের 'কালী-কৃষ্ণ' যাত্রীবাহী বাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। বাসটি গত ৮-৩-৮৭ তারিখ বিকাল ৩-৪০ মিঃ রামপুরহাট ছাড়িল এবং রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা পর্যন্ত সমস্ত লোকাল বাস-ষ্টপেজ থামিতে থামিতে আসিল। অথচ বাসটিতে 'এক্সপ্রেস' লেখা রহিয়াছে। যদি এই এক্সপ্রেস বাসটি আর. টি, এ-র নিকট হইতে এই প্রকার চলাচলের অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তবে 'এক্সপ্রেস' লেখাটি বিরাজমান থাকার প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আর না হয়, যাত্রীসাধারণকে পূর্বেই বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, এই বাস লোকাল বাসের মত চলিবে। রামপুরহাট হইতে ফুলতলা আসিতে যে সময় লাগিল, তাহা কোন এক্সপ্রেস বাসের লাগিবার কথা নহে। দ্বিতীয়ত, বাসটি ঠিক অবস্থায় আছে কিনা, যেমন ইঞ্জিন ইত্যাদি, দরজা, জানলা প্রভৃতি—তাহা দেখাও একান্ত আবশ্যক। এই জন্য ফিট্‌নেস্ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে। বাসের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, 'আনফিট' অজ্ঞাত কারণে 'ফিট' হইয়া গিয়াছে। উল্লেখিত তারিখে নলহাটি হইতে মোরগ্রাম পর্য্যন্ত বৃষ্টির ছাট রোধে কোন জানলা বন্ধ করা যায় নাই। কোনটি বা এমনই আঁটিয়া ছিল যে, বৃষ্টির প্রবেশ বন্ধ করিতে তাহা তুলিতেই পারা গেল না। অসহায় যাত্রীদের অনেকেই বৃষ্টির ছাটে ভিজিলেন।

এই বাসের মালিকের প্রতি অনুরোধ : যাত্রীসাধারণের একটু স্বাচ্ছন্দ্যদানের ব্যবস্থা যেন করা হয় এবং তাঁহাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে এমন দিকগুলির প্রতি যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১) বাসের জানলাগুলি যেন ঠিকমত খোলা বা বন্ধ করিবার উপায় থাকে। ২) বাসটি লোকাল বা এক্সপ্রেস অথবা আংশিক—তাহা যাত্রীরা বাসকর্মীদের নিকট হইতে পূর্বেই শুনিতে পান। সেইমত তাঁহারা চলাচল করিতে পারিবেন। কেননা এই গতির যুগে অনেকেরই নানা ব্যস্ততা থাকায় ছক-মাফিক সময় লইয়া চলাচল করিতে হয়। ৩) বাসকর্মী যে ভাড়া আদায় করেন, টিকিটে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ যেন থাকে। তাহাতে যাত্রী সন্তুষ্ট হন এবং বাসের মালিক নিশ্চিন্ত হন। ইহার কারণ উক্ত একই তারিখে জনৈক বাসযাত্রী পাঁচ টাকা ভাড়া দিলেন। তিনি যে টিকিট পাইলেন, তাহাতে চার টাকা পেনসিলে লিখিত হইল। কনডাকটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি উক্ত টিকিটের পরিবর্তে আর একটি টিকিট দিলেন যাহাতে '৪' বা '৫'—কোন অঙ্কই বুঝা গেল না। সেখানে ছিল কেবল একটি গোল্লা চিহ্ন। অপর যাত্রীর নিকট বাসেই ভাড়া লওয়া হইল। ফুলতলায় তাঁহাকে টিকিট দেওয়া হইল। তিনি টিকিটের কাউন্টার ফয়েল বা কাটিবন লেখা দেখিতে চাওয়ায় কনডাকটার যথেষ্ট উগ্র হইলেন এবং কোনমতেই তাহা দেখান নাই। যাত্রীটি বাস-মালিকের পক্ষ হইয়া কিছু বলিতে যাওয়ায় উক্ত ভদ্রলোক বলেন যে, তিনি বাসমালিকের সঙ্গে বুঝিবেন। এই বাস মালিকের নিকট অনুরোধ : উক্ত ৮-৩-৮৭ তারিখে লাল রংয়ের ২৩২১৮ নম্বর টিকিটের দরুণ তিনি কত ভাড়া পাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন। এই টিকিট আমাদের দপ্তরে রক্ষিত আছে।

তিন্নচোখে

মানুষের নিরলস সাধনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে যন্ত্রের। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত তার দৈহিক শক্তির উপর। যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষকে আর দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না। আজ বাষ্প-শক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, পরমাণুশক্তি মানুষের অনুগত বশংবদ। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের ফলে মানুষের শ্রমের চাহিদা হ্রস পেয়ে যাচ্ছে, তার ফলশ্রুতিতে বেড়ে যাচ্ছে বেকারত্ব। যন্ত্র মানুষকে কর্মবিমুখ করে তুলেছে। মানুষকে পরিণত করেছে ইন্দ্রিয়ের দাসে, ভোগাশক্তির ক্রীতদাসে। এখন মানুষ ইচ্ছে করলেই প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে 'আদম' বা 'ঈভ' হতে পারে না। হতে পারে না রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে কোন উলঙ্গ যীশু। তাই যন্ত্রসভ্যতার পোষাকের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে মানুষের মনের স্বাভাবিক ভোগোলিক রূপ—সরলতা—উদারতা অথবা মহত্ত্ব। যন্ত্রসভ্যতা হয়তো মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে ভোগসুখের যক্ষপুরীতে, কিন্তু সেখানে যন্ত্রের উর্ণা-জালে মানুষ পড়েছে বাঁধা। হারিয়ে ফেলেছে তার স্বভাবের সাধারণ ধর্ম। যন্ত্রের আনুকূল্যে মানুষ হাতকে করেছে হাতিয়ার। কিন্তু আজ হাত আর হাতিয়ারের মধ্যে বাধছে লড়াই—নাকি ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মতো?

মণি সেন

ধর্ম্মের নামে জুলুমবাজী

জঙ্গিপুর সংবাদের ১২ই ফাল্গুন সংখ্যায় অচ্যুতচরণ দাস আমাদের পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ধর্ম্মের নামে ছোটকালিয়া গ্রামে যে জুলুমবাজী চালানো হয়েছে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা তার প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করে তবেই সংবাদটি প্রকাশ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ও অত্যাচারিতদের নাম জানাতে আমরা অপারগ নই। তাঁদের প্রত্যেকের নাম এবং প্রতিটি ঘটনার বিবরণ আমাদের হাতে আছে। সর্বসমক্ষে মারধর করা, গাছের ফল রাত্রে পেড়ে নেওয়া, জুলুম করে ও ভয় দেখিয়ে ক্ষমতাবিরুদ্ধ চাঁদা আদায় করা—এর প্রতিটি ঘটনার বিবরণী যথাসময়ে বিপন্ন গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী হির ণ্ময়ানন্দজীকে জানান হবে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ঘটনার বিবরণ তাঁকে জানান হয়েছে। সেই চিঠির উত্তরে ছোটকালিয়ার গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে তিনি যে চিঠি দিয়েছেন এখানে আমরা সেটি প্রকাশ করলাম। —সঃ জঃ সঃ

—আমি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা নিতে অসমর্থ হইতেছি। বিষয়টি পূর্বে আমার দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছিল। ছোটকালিয়ায় উপস্থিত থাকাকালীন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কোন পক্ষই আমাকে জানায় নাই। ধর্ম্মের নামে এবং মন্দির নির্মাণ জন্য জুলুম করিয়া অর্থ আদায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নীতিবিরুদ্ধ। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করিয়া বিষয়টির সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্য উভয়পক্ষের লোকের উপস্থিত থাকিয়া ইহার উপযুক্ত সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং যাহাতে শান্তি ও মিলন হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য চিত্তবাবু, বরুণবাবু ও আশীষ রুদ্র উপস্থিত থাকিয়া মীমাংসা করিবেন তাহার ভার আমি অর্পণ করিতেছি। যদি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হয় তবে চাঁদা আদায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

৯-২-৮৭

দর্শকের চোখে রাজীব গান্ধী

(মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দান বেলা ৩টে থেকেই জমজমাট। লোকের চোখ মুখ মন সবই একটি উদ্দেশ্য একমুখী। আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তথা নূতন যুগের তরুণ নায়ক। কেউই তাঁকে একবারও মনে ভাবেননি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক হিসাবে। নইলে কংগ্রেসের আহুত মিটিং-এ লোক সমাগম কখনই ৩৫/৪০ হাজার ছাপিয়ে যেত না। যাইহোক কে কি পেলেন, কতটা পেলেন জানি না; দর্শক হিসাবে আমার আশা পূর্ণ হয়নি একথা বলতে দ্বিধা নেই। কই সেই গমক; কোথায় সেই ভাষার চমক। যা সে যুগের যে কোন সর্বভারতীয় নেতার মুখ থেকে বারবার বর্ষিত হয়েছে। অনেকেই হয়তো বলবেন খুব ভাল ভাষণ হয়েছে শ্রীগান্ধীর এবং তার তর্জমা প্রিয়রঞ্জনের মুখে। কিন্তু দলীয় সমর্থনকে পাশে রেখে বুকে হাত দিয়ে বলুনতো—সত্যিই কি রাজীবের ভাষণ কোন চমক সৃষ্টি করতে পেরেছে ঐ বিপুল সংখ্যক দর্শকের মনে? যাঁরা জহরলালের কিংবা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিংবা সে যুগের নেতা শ্যামাপ্রসাদ, নির্মলচন্দ্র বা অভয় মুখার্জীর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁদের শ্রবণে কি রাজীবজীর ভাষণ সেই সুরেলা সুর শোনাতে সক্ষম হয়েছে? অন্ততঃপক্ষে আমার কানে বেসুরো বেজেছে। তাঁর ভাষণে বোলপুর থেকে আরম্ভ করে রঘুনাথগঞ্জ পর্য্যন্ত একই সুরে একই কথা, একই বাচনভঙ্গী, একই ভাষায় হয়েছে বিবৃত। এ যেন টেপ রেকর্ডার! কিন্তু সে যুগের নেতারা ঐ একই কথা যখন বিভিন্ন সভায় বলেছেন, বারবার তার সুর পাল্টেছে, ভাষা পাল্টেছে, বাচন ভঙ্গীমা পাল্টেছে। ফলে এক কথাই নূতন হয়ে বেজেছে শ্রোতার কানে। এ যেন মুখস্থ করা কবিতা পাঠ, সুরেলা আবৃত্তি নয়, যা মানুষের মন টানে। তাই রাজীব চলে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে দেখেছি কোন আলোড়ন জাগেনি তাদের মনে। স্থানীয় দলীয় প্রচারের চেয়ে সর্বভারতীয় নেতার আগমন কোন প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি জনমানসে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তাহলে এত লক্ষ (৫ম পৃষ্ঠায়)

আমিই তোমার আপনজন কহে যত মহাজন

দুর্মুখ

ফাগুনের বসন্তের ফুল বনে জাগে কোকিলের কুহুধ্বনি। রঙে রঙে রাঙে ধরাতল। ধরায় সূর্য্যের সাত রঙের ছড়াছড়ি দেয়ালে দেয়ালে। 'আমি শুনি শুনি তার চরণ ধ্বনি'। দুর্দণ্ড প্রতাপে নেতাদের বুক কাঁপিয়ে দিয়ে, দলে দলে কাজিয়া লাগিয়ে এসে গেল নির্বাচন। দেওয়ালে দেওয়ালে রঙের ছয়লাপ। 'ভোট দিন, ভোট দিন' লেখনীর ঘোষণা। বামফ্রন্টের দলগুলি অনেক আগেই দেওয়াল লিখন সেরে, এখন দু'রাউণ্ডে মহল্লা কাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কংগ্রেসও নেমে পড়েছে। তাদের আসরে নামতে দেরী হলো দিল্লীর নির্দেশের অপেক্ষা করে করে। দিল্লীর সুরে সুর মিলাতে গিয়ে অনেক বেসুর কণ্ঠের চিৎকার জনতার কানে ভেসে এলেও এখন তা থেমে গেছে। থেমে তো যাবেই। কেন না পুতুল নাচের পুতুল নাচে কর্তার আঙ্গুলের সুতোর টানা পোড়েনে। তাঁদের চেঁচামেচি, নাচানাচি সবইতো সুতোর খেলা। দিল্লীর প্রাসাদ পুটে/নেতার আঙ্গুলে সুতো বাঁধা আছে/মোরা মরি মাথা কুটে। অবশ্য দেরী হয়েছে বলে তাঁরা উৎসাহ হারাননি। তাঁদের হাইকমাণ্ড হাই থেকে ধাঁই করে বঙ্গের মৃত্তিকায় নেমে এসে পশ্চিমবাংলার ঘরে ঘরে অমৃত (অনৃত) ভাষণ দিয়ে বাজার মাত করে জনগণেশকে কাত করে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি স্থির নিশ্চয়ই বঙ্গের তাবড় তাবড় নেতা যখন নাচছেন তাঁর সুতোর টানে, তখন জনগণও নিশ্চয়ই নাচবে তাঁর আশেপাশে ধেই ধেই করে। তিনি যতটা রোয়াব দেখাচ্ছেন বাংলার মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে বারবার, তার দ্বিগুণ, চারগুণ খোয়াব দেখছেন বঙ্গের প্রিয় অপ্রিয় নেতারা। টুপিওয়ালার মত খোয়াব, রাজা হওয়ার খোওয়াব, বেয়াদবদের দেখে নেওয়ার মত খোয়াব। খোয়াবের ঘোরে পদতাড়না করতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলছেন 'তাসের ঘর'। হাইকমাণ্ডের হাই সুড়সুড়িতে তাঁদের প্রেশার হাই হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। বড় কাছের লোকদের পরিণতি কেউ দেখেও দেখছেন না। তরুণ অরুণদের অস্ত যাওয়ার কাহিনী জেনেও কেউ মনে রাখতে পারছেন না। যে সব তারা উঠেছিল দিল্লী গগনে তারাতো এখন মেঘে ঢাকা তারা। গণি খান এখন ধাক্কা খেয়ে ছত্রখান। প্রণবের নব খসে গেছে কবে। গণি এখন চোখ বুজে গুণে গুণে দিন পার করছেন কোন রকমে। ভাবছেন মালদহের গণি—আমি ছিলাম ইন্দিরার নয়নের মণি, কিন্তু এ জমানায় আমার ভাগ্যে শনি। কখন খসে যাব। কি জানি? চাকা ঘুরেছে। এখন অজিত প্রিয় পাশে-পাশে/নেতার সাথে যায় আসে। তারাও ভয়ে ভয়ে থাকে। খেয়ালী নেতা কখন কি করে বসে/আমরা আবার না যাই খসে। ওদিকে তো ঘিসিংকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করতে গিয়ে প্রায় এভরিথিং মিসিং হতে বসেছিল। কোন রকমে সামাল দেওয়া হলো। পাঞ্জাবের আগুনে পোড়া হাতে বারনালা বারনল লাগিয়েও দগদগে ঘা, সহজে যাবে না। কাশ্মীরে সেখ যে ভাবে শেক করেছিল তাতে শেষতক তার সাথে হ্যাণ্ডশেক করে তবে ধাতে আসতে পারা গেছে। মিজোরামে তো লালডেঙ্গার ডোঙায় আরোহী হয়েও শেষে নাকানী চোবানি খেতে হলো। আসামে অ গ প এর আগাপাশতলা সম্মার্জনীর দাগ দগদগে হয়ে ফুটে উঠেছে। শইকিয়া তো শেষমেষ বলেই বসলেন 'সই এ কা কিয়া'। এখন তো অবস্থা ওমা তারা দাঁড়াই কোথা। তবুও সাঙ্গপাঙ্গরা খোয়াব দেখছে পশ্চিমবাংলা নিলাম বলে। 'ধন্য আশা কুহকিনী'। ওসব তো বড় বড় কথা। সারাদেশের কথা থাক। হোক জঙ্গিপুরের কথা। পাঁচ তারিখে রাজীব এলেন প্যাঁচ কষতে। উড়ে এসে ঘুরে গেলেন দিল্লীশ্বর। আর ভয় কি? আমরা জিতছিই। উনি বলেছেন আর কি হারি। এবার হাসনাৎ এর সাথে হেস্তনেস্ত করে। তোয়াবকে খোয়াব ছাড়িয়ে। শিষের বিষ ঝাড়িয়ে, হককে ঠগ বানিয়ে আর পরেশের রেস দমিয়ে সবই আমরা নিচ্ছি। বক্তৃতা কি আমরা জানি না? ফরাক্কায় সি, পি, এম কি করেছে। ফরাক্কার বাঁধ, বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প এসব কি সি, পি, এম এর কাজ। সব কাজই তো কেন্দ্রীয় সরকারের। সিটু বা ইউ, টি ইউ, সি শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করলে আমাদের আই, এন, টি, ইউ, সি রয়েছে না। অরঙ্গাবাদে লড়ছে বাপকা বেটা হুমায়ুন, ওখানে দুবার হেরেছে যে তোয়াব তার খোয়াব ভেঙ্গে দিতে পারবোই পারবো আমরা। সুতীর সোহরাব শীষের বিষ ঝেড়ে তাকে সম্পূর্ণ বার করে দেবে। সাগরদীঘিতে হাজারী বিশ্বাস সি, পি, এম এর বিশ্বাস হারিয়ে বিদায় নিয়েছে। ওখানে কি করবে পরেশ? নৃসিংহের সিংহনাদেই ওকে কাবু করে দিতে বেশী সময় লাগবে না। আবদুল হকের লাল রঙ জেল্লা এখন সবুজ মিশে অনেক কমে গেছে। লোকে ভুলে যায়নি সে কথা। আর যদি ভুলেই যায় আমরা মনে করিয়ে দেবো, বলেই থুড়ি কাটেন কংগ্রেস নেতারা। আরে না না ও কথা তো বলা যাবে না। সবুজের অবুজ জেল্লাতেই তো অ, আ, ই, ঈ সব দলেরই জেল্লা ধরে আছে। ওদের দৌলতেই তো বারবার জঙ্গিপুরে কেল্লাফতে হচ্ছে। ওটা বলা যাবে না। তা হলে কি বলবো হুকের বিরুদ্ধে সভাসদসহ হাবিবুর বিড়বিড় করেন চিন্তিত মুখে। সহসা দুর্মুখ আমি, আমার মনে পড়ে যায় একটা গল্প। এক অধ্যাপক আর এক মৌলভী দাঁড়িয়েছেন নির্বাচন যুদ্ধে। অধ্যাপক অনেক জ্ঞানের কথা, অনেক দামীর কথা বললেন সভায়। সবাই একস্বরে চিৎকার করে উঠলো—ঠিক কইসেন মাষ্টারসাহেব, আপনারেই ভোট দিমু। মৌলভী সব শুনে বললেন—হই উনারেই ভোট দিবা তুমরা, তবে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই, যিনি আল্লাহর নির্দেশ মানেন না, নামাজ পড়েন না, নূর রাখেন না তারে তোমরা ভোট দিবা। ভাব্বা দেখ। বাস্ চাকা ঘুরে গেল। মৌলভীসাব ঠিক কইছেন—বলে উঠে সবাই। অতএব কার পাল্লা ঝুলে পড়ে বোঝা মুস্কিল। হদরের ঠেলা খেয়ে আর, এস, পি এবার বুদ্ধি শানিয়েছে ভালই। এবার ভোট কাটনেওয়ালা বেনামী লাল হাওয়া নাই। অতএব সাধু সাবধান। এবার লড়াই জমবে। তার উপর কংগ্রেস ই দলে দলাদলি নাই সবই গলাগলি তাও নয়। কংগ্রেস 'স' এর গন্ধ লেগে আছে অনেকের গায়ে। চোখ বুজলেই ভূত পালায় না। বরং চেপে ধরে। মন্দিরে মানত দিলে আর মসজিদে দোয়া চাইলেই ভোটে জেতা যায় না, এ কথা বুঝেই সর্ব দুঃখহারী হাই কমাণ্ডকে হাই থেকে নামিয়ে আনতে হয়েছে সামান্য জঙ্গিপুরে। ভরসা একমাত্র 'দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর বা'।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু ১৬৬

ভোট, ভোট

অনুপ ঘোষাল

আবার ভোট এসে গেল। কদিন বাদেই বিধানসভার নির্বাচন। কিন্তু ভোটের নামে সাধারণের মধ্যে আগে যেমন উন্মাদনা দেখা যেত, এখন আর তেমন নেই। কারণ বহুবিধ। একটা বড় কারণ হতে পারে—আগে ছিল পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন, লোকসভা-বিধানসভার এক সাথে। এখন দু'একটা বছর যেতে না যেতেই হরেক রকম ভোট। আজ লোকসভার, কাল বিধানসভার, নয়ত পঞ্চায়েত বা পৌর ভোট, কখনও বা উপনির্বাচন, নিদেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ভোট—কোনটা না কোনটা লেগেই আছে। ব্যাপারটা বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আগের মত আর যেন উৎসব উৎসব মনে হয় না। উন্মাদনা কমে যাওয়ার আর এক কারণ—মানুষ এ দল সে দল, সবাইকে পাল্টাপাল্টি করে দেখেছে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি ঠোঁটে নরম হাসি এঁটে হাত জোড় করে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, জেতার পর তাঁদেরই অনেকের মাটিতে পা পড়ে না। আর যে আহাম্মকদের ভোটে বাবুরা গদিতে গিয়ে ঠেসে বসেন, তাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়! কাদির সেখের খড়ের চাল ফুটো হয়ে বর্ষা ঝরেই, পরাণ মণ্ডলের সম্বৎসর মুনিষের কাজ জোটে না, এবং গণেশ ঘোষদের মত হাভাতে বেওয়ারিশ পোষ্ট অফিস বা বাজারের এক কোণে মরে পড়েই থাকে।

অথচ মানুষ ভোট দেয়। খেটে খাওয়া মজুরও একদিনের মজুরি খুইয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ছাপ মারে, হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে রাজীব/জ্যোতির আশ্বাসের বাণী শোনে। এক চিলতে আশা টিমটিম করে—এবার যদি ভোট দিয়ে কিছু হয়। শুধু দু'একটা গ্রামে শুনলাম ভিন্ন সুর। যেমন মির্জাপুরের মানুষ বলছে—সব দলকেই দেখলাম, বর্ষায় আমাদের এক হাঁটু কাদার কষ্ট গেল না। আর নয়, এবার কাউকেই ভোট দেব না।

তাতে কিছু যায় আসে না। কটা গ্রামের মানুষ ভোট দিক আর নাই দিক—একটা দল সরকার গড়বেই। কিন্তু এবার সেই দলটি কারা? দুটো খেলার ফল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা বোকামি। এক ক্রিকেট, দুই ভোট। হ্যাঁ, ভোটও পেশাদার রাজনীতিবিদদের এক খেলা। তাঁরা সবাই তো গদি দখলের লড়ায়ে মত্ত। কিসে সাধারণ মানুষের ভাল হবে, কিসে সমাজের, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত দুর্নীতি লাঘব হবে কি ঞ্চিৎ—সে মাথা ব্যথা কার? সত্যি-মিথ্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে গদিটি কায়েম হলেই মোক্ষ। আর তার জন্য সায়েবসুবো, বাবুমাতব্বরদের হাতে রাখলেই তো চলবে না। চাই ন্যাংটা মানুষের ভোট। তাই এটুকু বলতে পারি—যে দল ছোটাছুটি করে গরীব মানুষের মাথায় টুপিটি ফিট করে দিতে পারবে, সেই আসবে পাওয়ারে। সে কংগ্রেসই হোক, আর কমুনিস্টই হোক, গাঁ-ঘরের হাভাতে মানুষের ভোট ছাড়া গতি নেই।

আগে গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষ জোড়া বলদই চিনত। আর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক, শহর-গঞ্জের বাবুরা বা বুদ্ধিজীবিটিবিরা ছিলেন বামপন্থী। এখন ছক বদলে গেছে। শিল্পাঞ্চল বা শহরটহরে কংগ্রেসের রবরবা, বুদ্ধিজীবিরাও অনেকেই বামপন্থীদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীদের খুঁটি গেড়ে বসে গেছে! তাকে আলগা করার মত সংগঠন কংগ্রেসীরা কখনও গড়তে পারবে কি?

আর তাছাড়া আর একটা দিকও তো ভেবে দেখবেন সবাই দশ বছরের শাসনে যতই ব্যর্থতা থাক বামপন্থীদের বিকল্প কারা সেটাও নিশ্চয় কেউ ভুলবেন না। নেগেটিভ ভোটিং-এরও একটা বিশেষ ধরন আছে। যাদের প্রাদেশিক নেতৃত্বে ছেলেমানুষী কোঁদল, তাদেরই বা সাধারণ ভোটার কতটা ভাল চোখে দেখবেন? এখন এমন ভোটারের সংখ্যা খুব কম নয়, যাঁরা লোকসভায় কংগ্রেসকে এবং বিধানসভায় বামফ্রন্টকে ভোট দেন।

অতএব ভোটে যে কে জিতবেন জানেন ঈশ্বর! আগে ট্রেনে বাসে আলোচনা চলত। চায়ের দোকানে বসলেও একটা আঁচ পাওয়া যেত হাওয়া কোন দিকে! এখন সবার মুখে কুলুপ। একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকেও যদি শুধোই, কাকে ভোট দেবেন? বলে—বলব কেন? জিজ্ঞেস করি, এবার কারা জিতবে মনে হয়? উত্তর পাই, যারা বেশী ভোট পাবে তারাই। এর চেয়ে মোক্ষম জবাব কি কোন বুদ্ধিমান দিতে পারবেন?

সিনেমা হলে অশান্তি বাড়ছে

জঙ্গিপুর—স্থানীয় সীমা টকিজে অব্যবস্থার জন্য প্রতিনিয়ত গোলমাল লেগেই থাকছে। তদুপরি মহিলাদের জন্য বরাদ্দ সিটগুলিতে সিট নম্বর না থাকায় ও নির্দিষ্ট সিটের অতিরিক্ত টিকিট বিক্রি করায় সিটে বসার জন্য মহিলা দর্শকদের মধ্য নিত্য ধ্বস্তাধ্বস্তি ও ঝগড়াঝাঁটি লাগছে। মালিক পক্ষ মুনাফার লোভে এ সব গায়ে মাখেন না। কিন্তু সাধারণ দর্শকের পক্ষে এ সব অসহ্য হয়ে পড়ছে। প্রশাসন লাইসেন্স দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন, দর্শকদের সুবিধা অসুবিধা দেখার দায়িত্ব বোধ করেন না।

কাউন্টারে টিকিট নেই—আছে চায়ের ষ্টলে

ধুলিয়ানঃ সংবাদে প্রকাশ স্থানীয় মায়া টকিজে সিনেমা টিকিটের চোরাবাজারী শিল্প-পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। কাউন্টারে নিয়ম করা হয়েছে একজন দর্শক মাত্র দুটি টিকিট পাবেন। ফলে পরিবারের লোকজন নিয়ে সিনেমা দেখতে এসে দর্শকরা বিপদে পড়ছেন। মুস্কিল আসান করতে এগিয়ে আসছে টিকিটের চোরা বিক্রেতারা। কিন্তু পাছে পুলিশ কিছু বলে, তাই তারা এক অভিনব পদ্ধতি বার করেছে। প্রতিটি চায়ের দোকান হয়েছে চোরা টিকিটের গুপ্ত ঘাঁটি। চা খেতে খেতেই দর দস্তুর হয়ে যায়। তারপর ষ্টলের বিলের সাথে টিকিটের দামও চলে যাচ্ছে মালিকের হাতে, চলে আসছে প্রয়োজন মত টিকিট! অবশ্য দর্শকদের মন্তব্য, পুলিশ সবই জানে তবু নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকছে।

ডাকঘরের চিঠির বাক্স অকেজো

জঙ্গিপুর—ডাকঘরের অফিস গৃহে যে চিঠির বাক্স আছে সেটিকে বেশ কয়েক মাস ধরে জীর্ণ দশায় থাকতে দেখা যাচ্ছে। বাক্সটির তলার অংশ এমনভাবে জীর্ণ যে তার ভিতর হাত ভরে চিঠি বার করে নেওয়া যায়—এ কথা জানালেন জনৈক অধিবাসী। আরো জানান, ডাকপাল এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁকে জানিয়েও কোন প্রতিকার হয়নি। ডাক সুপার ও পরিদর্শকেরা এ অফিস পরিদর্শন করতে আসেন বছরে বেশ কয়েক বার। কিন্তু তাঁরাও এই জীর্ণ দশা দেখেও দেখেন না।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুরঃ সম্প্রতি ছোটকালিয়া সর্বমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় স্বরূপানন্দ আশ্রম ফরাক্কা সি, আই, এস, এফকে পরাজিত করে।

অধিকাংশ অঞ্চল অফিসই বন্ধ থাকে

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ৮টি অঞ্চল অফিসের মধ্যে তেঘরী ১নং ও মিঠিপুর অঞ্চলের অফিস দুটি ছাড়া বাকী সবকটি অঞ্চল অফিস খেয়াল খুশিমত খোলে বলে সংবাদ। ঐ ৬টি অঞ্চলের প্রধানদেরও অফিসে কোন দিন পাওয়া যায় না বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান। তাঁদের অভিযোগ, অঞ্চল অফিস প্রতিদিন চালু রাখতে জব এ্যাসিষ্টেণ্ট ও সেক্রেটারীর পদ রয়েছে। অফিসে না এসে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন কি করে?

দর্শকের চোখে রাজীব গান্ধী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ টাকা খরচ করায় ফল কি হলো? দলীয় প্রচারের তরঙ্গ তুঙ্গ উঠলো না। শ্রোতার বা দর্শকের মনে রাজীবের ভাষণ কোন আলোড়ন জাগালো না। এমন কি আমাদের মত নিরপেক্ষ মনেও কোন সুখানুভূতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো না।

—জনৈক দর্শক

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ৫৯/৮৪ স্বত্ব

বাদী—এন্তাজ সেখ, পিতা মৃত উমেদুল্লা মণ্ডল, সাং নূরপুর, থানা সুতী, হাল সাং+ পোঃ চাঁদনীচক হাট, থানা সুতী।

বনাম

বিবাদী—জাহানারা বেওয়া, স্বামী মৃত জহর আলি সেখ, সাং নূরপুর, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

যেহেতু উপরোক্ত বাদী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাবত স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপনং প্রার্থনায় নূরপুর জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর শ্রীইয়াদ আলি মুনসি, পিতা মৃত নূর মহম্মদ, সাং নূরপুর, পোঃ নূরপুর কুঠি, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ, বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে Representative Capacity-তে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব এতদ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ পক্ষে তথা মাতব্বর তথা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করানো যায় যে, কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণী ভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমায় Contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইং ৮-৪-৮৭ তারিখে দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা পশ্চিম নূরপুর

ক) R. S. খং নং ১৪৭৩, দাগ নং ৩৯৯, ৩৯৮ পরিমাণ ২১ মধ্যে ১০½ শতক, ৩০ মধ্যে ১৫ শতক।

খ) জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা পশ্চিম নূরপুর

R, S. খং নং ১২৯৫, ১৪৭৩, দাগ নং ১২৩, ১১০, ৩৯৯, ৩৯৮, পরিমাণ ·৪০, ·১৫ ·২১ মধ্যে ১০½ শতক, ৩০ মধ্যে ১৫ শতক

By order of the Court
Anil Kumar Majhi
Sheristadar
Munsif 1st Court Jangipur
23-2-87

পুকুর বিক্রয়

গদাইপুর মৌজায় ৺পেটকাটি মন্দিরের পার্শ্বের ব্যাস পুকুরটি (১৪ বিঘে বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

এম, কে, মুখার্জী
ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনিয়র (ই)
টাউনশীপ এণ্ড মাইনস
ভিলাই (এম, পি)

গোডাউন কলোনীতে বাসের যোগ্য কাছাকাছি লাইট ও জলের ব্যবস্থা থাকা শ'দুই কঠা স্কোয়ার জায়গা বিক্রি আছে। যোগাযোগ করুন :

রামকৃষ্ণ টাইপ স্কুল
রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকটে

জঙ্গিপুর কলেজ গলির মধ্যে ৺ডাঃ মণীন্দ্র নাথ ঘোষের বসতবাটী বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

সান্ত্বনা ঘোষ
জঙ্গিপুর, হরিসভা
বর্তমান ঠিকানা—
১১৫ পিলখানা রোড
রাণী বাগান, বহরমপুর (পঃ বঃ)

রঘুনাথগঞ্জে বাস্তু জমি বিক্রয়

হাসপাতাল থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক যাবার পথে পীচ রাস্তার ধারে প্রফেসর অ: ০ চৌধুরীর বাড়ির নিকট ১০ শতক বাস্তু জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ করুন—

১) অধ্যাপক অতুল ঘোষাল, মির্জাপুর
২) অধ্যাপক অনিল চৌধুরী
রঘুনাথগঞ্জ

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
P.O. NABARUN : DIST-MURSHIDABAD : W.B. PIN : 74 2236.

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakngs for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentails from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers disiring documents by post should sent Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for the work either by I.P.O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 23.2.87 to 28.3.87 from 9-0 to 12-00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt. of EMD Cost of tender paper	Comple-tion period	Date and time of opening
1.	Civil work for Administrative building complex at plant site of F.S.T.P.P. NIT no FS : 42 : CS : 919/T-16/87.	Rs. 115 Lakhs	Rs. 50,000/- Rs. 100/-	18 (Eighteen) months	30.3.87 at 3-00 p.m.
2.	L.T. distribution and area illumination of hostels in lieu of 'A' and 'B' type Qtrs. at permaent township of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1522/-17/87	Rs. 1.0 Lakh	Rs. 2,000/- Rs. 25/-	6 (Six) months	30.3.87 at 3 p.m.

Terms & conditions :

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against running account bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs.______ enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tender(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. Party must have valid electrical contractor's licence. for sl. no. '2'.
6. For sl. no. '1' contractors having successfully completed similar type of prestigious building works with award value not less than one(1) crore against as single order need only apply for tender documents.
7. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself no accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Sinior Engineer (C.S.)
F.S.T.P.P./N.T.P.C.

ASP 87

কিছুটা এগিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাবীদার হওয়ায় কংগ্রেসীদের অনেকে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য, কংগ্রেসের কি এ অঞ্চলে মোঃ সোহরাব ছাড়া আর কোন লোক নেই। সাধারণ লোকের সাথে আলোচনায় বারবার মনে হয়েছে মোঃ সোহরাবের যোগ্যতা থাকা সত্বেও সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ তাঁর প্রার্থীপদ প্রাপ্তিতে খুশী হতে পারেননি। বিশেষ করে লুৎফল হক সাহেবের সাথে বহু বছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসায় শিস্ মহম্মদের নাম এ অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। এখানে এখনও পর্য্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে মোঃ সোহরাব জয়ী হবেন কিনা তা চিন্তা করা কঠিন। সাগরদীঘিতে বামফ্রন্ট প্রার্থী নবাগত পরেশ দাসকে প্রাক্তন বিধায়ক নৃসিংহ মণ্ডলের সক্ষম প্রতিযোগী বলে অনেকেই মনে করছেন না। তথাপি বর্ত্তমান যুগে সিম্বল বা চিহ্নের লড়াই হয় বলে বেশীর ভাগ মানুষ মনে করেন। তাঁদের ধারণা ব্যক্তি মানুষ সাগরদীঘিতে কোন ফ্যাক্টরই নয়। তা যদি হতো তবে পরপর দু'বার বহিরাগত হাজারী বিশ্বাস জয়ী হতে পারতেন না। অবশ্য প্রাক্তন বিধায়ক নৃসিংহ মণ্ডল একজন ছাত্রদরদী শিক্ষক। তিনি মনিগ্রামের অঞ্চল প্রধানও। তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে এ অঞ্চলে। প্রণবপন্থী মেঘনাদ মাল নির্বাচনে কোন সাধারণ প্রভাব ফেলতে পারবেন বলে কেউ মনে করেন না। সকলেই একমত যে এখানে নির্বাচনী লড়াই হবে দ্বিমুখী এবং বেশ তীব্র। এবার সি, পি, এমকে এ অঞ্চলে জিততে হলে জান লড়িয়ে দিতে হবে। হয়তো সংগঠনের জোরে আসনটি তাঁরা বজায় রাখতে সক্ষম হবেন কিন্তু নৃসিংহ মণ্ডলের প্রভাব তাঁদের পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে দেবে—একথা ভাবছেন এই অঞ্চলের বামপন্থী সমর্থকরা।

রঘুনাথগঞ্জ ঘুরে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১০০৭ কোটী টাকা দিয়ে যান কিন্তু কাজ কিছু হয়েছে কি? জ্যোতিবাবু নিজে ভাল প্রশাসক হলে কি হবে, তাঁর মন্ত্রীসভা অপদার্থ। কোন মন্ত্রীই জানেন না তাঁর দপ্তরের কি কাজ। ৮০ থেকে ৮৫ সালের বরাদ্দ ষষ্ঠ পরিকল্পনার মঞ্জুরীকৃত অর্থ খরচ করতে না পারায় ১০০০ কোটি টাকা ফেরত গেল। বাংলা উন্নয়নের দিক থেকে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। আগামী ৫ বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০০০ কোটী টাকা। তাও হয়তো শেষতক খরচ হবে না। আধুনিক শিক্ষানীতিতে 'নবোদয়' স্কুল খুলে গরীব-ধনীর বিভেদ ঘোচাতে চাওয়ায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এই সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন—সি, পি, এম ধর্ম মানে না, তারা চায় ভারতের বুক থেকে ধর্ম লোপ পাক। তাঁর আবেদন, তিনি পঃ বঙ্গকে যোগ্য মন্ত্রীমণ্ডলী উপহার দিতে পারবেন। তার উপর রাজ্য প্রশাসনে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টি থাকবে যদি জনগণ কংগ্রেসকে এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেন। তিনি জঙ্গিপুর, সুতী ও সাগরদীঘির তিন প্রার্থীকে জনতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়ে হাত চিহ্নে ভোট দেবার আবেদন জানিয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিদায় নেন। মাঠে তখন ৩৫/৪০ হাজার শ্রোতা বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে তাঁকে বিদায় জানান।

সংযোজন: প্রধানমন্ত্রীর জনসভা থেকে ফেরার পথে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে পারের নৌকা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা ঘাটের চালাঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় ও বিদ্যুৎ সংযোগের তার ছিঁড়ে ফেলে। অন্ধকারে মহিলা ও শিশুরা ছোট ছুটি শুরু করলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবেদকও ঐ সময় ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ দেন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, থানা কর্তৃপক্ষ কিছু করতে পারবেন না বলে জানান। জঙ্গিপুরের দুটি ঘাটেই পারাপারের কোন নৌকা না পাওয়ায় যাত্রীদের অসুবিধা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছায়। শেষে ঘাট মালিক জানতে পেরে মোটর বোটে যাত্রীদের পারাপারের ব্যবস্থা করলে অবস্থা শান্ত হয়।

ভিজিলেন্সের তদন্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩ কিমি স্থলে ৪২ কিমি দেখিয়ে কাজ করেছেন। উপরন্তু উক্ত রাস্তা সরকারী আদেশমতো ৫ ফুট উঁচু করে তৈরী না করে মাত্র ১ ফুট উঁচু করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ, এল, জি, পির ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ১০৭ মেট্রিকটন গম বরাদ্দ ছিল, তাও খরচ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বক্তব্য, ঐ রাস্তায় ৬/৭ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় করা হয়নি। সেটাকে চাপা দেবার জন্যই মোরাম এর স্থলে পিচ দিয়ে আরও কিছু টাকা খরচ করা হয়। গত ২৪ জানুয়ারী ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ হাসান আলী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে চিঠি লিখলে মুখ্যমন্ত্রী ঐ তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়।

বরযাত্রীর গুলিতে বরযাত্রী নিহত

রঘুনাথগঞ্জ: গত ৯ মার্চ লবণচোয়া থেকে ২৪ পরগণায় বিয়ে সেরে ফেরার পথে অজগরপাড়ার কাছে নিজেদের রিভলবারের গুলিতে ১ জন বরযাত্রী নিহত হন। সংবাদে প্রকাশ, ঐ বরযাত্রীদলের একজনের কাছে একটি লোডেড পিস্তল ছিল। পিস্তলটি থেকে হঠাৎ গুলি বের হয়ে সামনে বসে থাকা অপর এক বরযাত্রীকে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ খবর পেয়ে পিস্তলের মালিককে গ্রেপ্তার করে।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিমতিতা: ৩৪নং জাতীয় সড়কে সুতী থানার চাঁদের মোড়ে শিলিগুড়িগামী একটি লাক্সারী বাস উল্টে যায় ১০ মার্চ ভোর ৪টা নাগাদ। বাসের আরোহীর মধ্যে ১ জনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। অপর ১১ জন আহত বাসযাত্রীকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। বাস চালককে পাওয়া যায়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ

পঞ্চাননতলা

পোঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষতের অধীন প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের জন্য ৪৫০ গ্রাম ওজনের (প্রতিটি সমান ছয় ভাগে বিভক্ত) পাউরুটি সরবরাহের নিমিত্ত বেকারীসমূহের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

ইচ্ছুক বেকারী মালিকগণ নির্দ্ধারিত ফরমে ২০-৩-৮৭ তারিখের বেলা ১টার মধ্যে আবেদনপত্র পর্ষৎ কার্য্যালয়ে জমা দিবেন।

আবেদনপত্রের ফরম পর্ষৎ কার্য্যালয় হইতে ১৯-৩-৮৭ তারিখ বেলা ১টা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। অন্যান্য তথ্যাদিও পর্ষৎ কার্য্যালয় হইতে জানা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে পূর্বের সকল বিজ্ঞপ্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ অরুণ ভট্টাচার্য্য

সভাপতি,

তদর্থক কমিটি,

জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ: মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ৩১৩৭ (৫) তারিখ ৩-৩ ৮৭

যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।